দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 DEC 1985
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আস্থা সৃষ্টি করেছে ঃ গাইয়ুম

মানুষের কল্যাণ হবে ঃ জয়বর্ধন

সূচনা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

দক্ষিণ এশিয়ার এক শ' কোটি মানুষের সাতটি দেশ পারস্পরিক বিশ্বাস ও সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে যৌথভাবে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সার্ক সনদ ও ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছে। সেই সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে ঢাকা শীর্ষ সম্মেলন।

বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার রাষ্ট্রনায়কদের দু'দিনের শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে গতকাল বিকালে সনদ স্বাক্ষর ও ঘোষণাপত্র গ্রহণের মধ্য দিয়ে সার্কের যাত্রা শুরু হলো।

সার্ক চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণে এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতায় এই সংগঠন এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুকের ভাষায়, 'ঢাকায় আমরা যা করলাম তা শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্থানীয় ব্যাপার নয়। বিশ্ব পরিস্থিতির উপর এই নাটকীয় ঘটনার প্রভাব পড়বে।'

সার্কের আনুষ্ঠানিক সূচনার আনন্দ ও প্রতিশ্রুতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী প্রকাশ করেছেন কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়—'ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত/আমরা এনেছি নব প্রভাত.....।'

নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব বলেছেন, আমরা একটা নতুন চিন্তা ধারা অর্জন করেছি। নিজদের মধ্যে অংশীদারীত্বের নতুন যুগে প্রবেশের সময় এখন এসেছে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বলেছেন, শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা সংহত করে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনার দিক নির্দেশনা দেবে সার্ক।

শ্রীলংকার বয়োবৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধনের ভাষায়, 'আমরা একটা জাহাজ ভাসিয়েছি। এই জাহাজ যেন বন্দরে বন্দরে পৌঁছে মানবতার জন্যে কল্যাণের পণ্য পৌঁছে দিতে পারে।'

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদের সভাপতিত্বে ৭৫ মিনিট স্থায়ী সমাপ্তি অধিবেশনের পর সার্ক নেতারা একটি যুক্ত প্রেস বিবৃতি ইস্যু করেন। এই বিবৃতিতে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্যে গঠিত 'সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওন্যাল কোঅপারেশন' [সার্ক]-এর বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা জানান হয়।

চেয়ারম্যান হিসাবে প্রেসিডেন্ট

১০-এর পৃঃ দ্রঃ

রোববার মেঘনায় নৌবিহারে রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব, প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ও প্রেসিডেন্ট এরশাদ

সার্ক সনদে সাত নেতার স্বাক্ষর

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

গতকাল শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে সাত নেতার এক সনদ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সংস্থাটির ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত নাম এসএএআরসি অর্থাৎ সার্ক। সম্মেলনের ঘোষণায় এ সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সনদে স্বাক্ষর করেছেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ, ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম, নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জিয়াউল হক ও শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধন।

সার্ক গঠনের ৮টি উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে ঃ দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনের মান উন্নয়ন করা, এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক প্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা, প্রতিটি নাগরিককে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার সুযোগ দেয়া ও তার সম্ভাবনাকে পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যৌথ স্বনির্ভরতাকে উন্নত ও জোরদার করা, একে অন্যের সমস্যায় পারস্পরিক আস্থা সমঝোতা ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করা, আর্থ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা করা ও আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিন্ন স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা।

সংস্থার তিনটি নীতিমালার মধ্যে রয়েছে—সার্বভৌম সমতা, আঞ্চলিক অখন্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে সহযোগিতা। এসব সহযোগিতা দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় সহযোগিতার বিকল্প হবে না বরং হবে পরিপূরক। এবং দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় দায়-দায়িত্বের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

সনদে প্রতি বছর একবার সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান

১০-এর পৃঃ দ্রঃ